বিশেষ সংখ্যা : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জুন ২০১৮

উন্নয়ন • প্রবাহ

flow of development

একটি সহযোগীমিডিয়া সংস্করণ

জিইউকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ৩০ বছরের (পৃ:১০)

দুর্যোগে 'উইমেন লেড রেসপন্স' অনুশীলন (পৃ:৯)

'বিপদেই বন্ধুর পরিচয়'- জনপ্রিয় এই উক্তিটি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে 'প্রবাদ' হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং 'চিরন্তন সত্য' হিসেবে এর স্থান এখন পাঠ্যপুস্তকে। মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া বেশিরভাগ বিপদই অনাকাঙ্ক্ষিত। এ সকল বিপদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেখানে মানুষ অসহায়। এই বিপদের সময় যাকে কাছে পাওয়া যায় তাকেই বন্ধু বলা হয়। গাইবান্ধা জেলায় আর্তমানবতার সেবার ব্রত নিয়ে গড়ে ওঠা বেসরকারি সংস্থা গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ১৯৮৫ সাল তথা এই সংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা ও শৈত্যপ্রবাহপ্রবণ এলাকার দুস্থ জনগণের পাশে... [পরের অংশ দেখুন: 'নদীবর্তী জনগোষ্ঠীর বিপদের বন্ধু জিইউকে' (পৃ: ১৬)]

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনন্য পারদর্শিতায় জিইউকে

উত্তরাঞ্চলে ২০১৭'র বন্যায় জরুরি সাড়াদান ১১ জেলার কবলিত জনগোষ্ঠীকে সেবা

উন্নয়ন প্রবাহ প্রতিবেদন॥ উত্তরাঞ্চলে ২০১৭ সালের বন্যার্তদের মাঝে সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় জরুরি সাড়াদানে সুনাম অর্জন করেছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থাকায় বন্যাকালিন ও বন্যাপরবর্তী ৬টি জেলার ২২টি উপজেলার ৪২ হাজার ১৫৬ বন্যাদুর্গত পরিবারের মাঝে জিইউকে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রম থেকে উপকৃত হয় প্রায় ৬০ হাজার মানুষ।

২০১৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের আকস্মিক বন্যা ও ভারি বর্ষণ। খুব অল্প সময়ে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের প্রায় ১১টি জেলা বন্যাকবলিত হয়। এই বিপদের সময়ে জিইউকে এর কর্ম-এলাকার আওতায় থাকা কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, দিনাজপুর *(পৃষ্ঠা-২ দেখুন)*

সহযোগিতায়: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (GUK)
নশরৎপুর, পোস্ট বক্স- ১৪, গাইবান্ধা- ৫৭০০, বাংলাদেশ
ফোন:+৮৮ ০৫৪১-৫২৩১৫, ইমেল:info@gukbd.net,
ওয়েব: web:www.gukbd.net

এই বুলেটিনে প্রকাশিত সকল তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই এর প্রকাশক ও লেখক/প্রতিবেদকদের। এর সাথে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) কিংবা এর অংশীদারি সংস্থা /দাতা সংস্থার মতের মিল না-ও থাকতে পারে।

২০১৭'র বন্যায় জরুরি সাড়াদান ১১ জেলার কবলিত জনগোষ্ঠীকে সেবা

(১ম পৃষ্ঠার পর) এবং বগুড়া জেলার দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। এটা ছিল নিঃসন্দেহে জিইউকের গত ৩২ বছরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত অর্জন, যা তারা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে ২০১৭ সালের বন্যা চলাকালীন ও বন্যাপরবর্তী জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে। জিইউকে ওই সময়ে অন্তত ৮টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয় এবং ১১টি জরুরি প্রকল্প প্রণয়ন ও শতভাগ বাস্তবায়ন করতে সমর্থ হয়। দ্রুততম সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার সাথে পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন, এদের কার্যপ্রণালি, সেবার ধরন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা একসূত্রে গেঁথে সুসমন্বয় করাটা কার্যত একটি নতুন চ্যালেঞ্জ ছিল, যেখানে জিইউকে সফল হয়েছে।

মূলত ২০১৭ সালের বন্যা ছিল আকস্মিক। কারণ আগে এর তেমন কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। দেশে কর্মরত দুর্যোগ প্রশমন বিষয়ক সংস্থা নিরাপদের (NIRAPAD) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২২ আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত দেশের ৩১টি জেলায় বন্যাকবলিত হয় ৬৭ লাখ ৭৫ হাজার ৩৫২ জন মানুষ। এতে মৃত্যুর সংখ্যা ঘটে ১২১ জনের। এছাড়া ওই বন্যায় ৭১ হাজার ৬২৮টি বসতবাড়ি সম্পূর্ণরূপে এবং ৫ লাখ ৪৮ হাজার ১৭৫টি বসতবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩৮২.৫ কি.মি সড়ক, ২৬৫টি ব্রিজ কার্লভার্ট, ১৫ হাজার ৫২৯ হেক্টর জমির ফসল, ৯ হাজার ৩৩১টি গবাদিপশু-পাখি মারা যায় এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর প্রায় ১০ গুণ।

বন্যাকালীন জিইউকের তাৎক্ষণিক প্রতিবেদনসমূহে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, উত্তরবঙ্গে সাধারণ মৌসুমি বন্যার পর ২০১৭ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ে ওই বন্যা

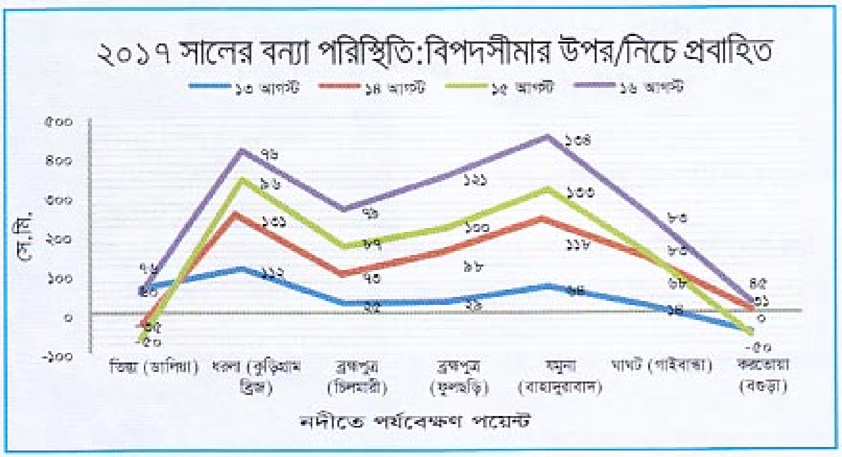

শুরু হয় ১৫ জুলাই থেকে। ওই বন্যার প্রথম কারণ উজান (ভারত) থেকে আসা তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও যমুনার অধিকতর প্রবাহ। দ্বিতীয় কারণ, টানা চার দিনের ভারি বর্ষণ। ওই বর্ষণের ফলে এলাকার ছোট-বড় সকল নদী ও খাল-বিল পূর্ণ হয়ে যায়। উপরন্তু নদীর প্রবাহ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ফলে আগস্টে সকল নদীর সহসা পানি নেমে যাওয়ার উপায় ছিল না। তাই বাড়তে থাকে জনদুর্ভোগ। ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় লাখ লাখ পরিবারকে।

জিউকের দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন থেকে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ২০১৭ সালের ১৩ আগস্ট সকাল ৯টায় তিস্তার ডালিয়া পয়েন্টে (নীলফামারী) প্রবাহ চলছিল বিপদসীমার ৬০ সে.মি উপর দিয়ে। অবশ্য ওই দিন তিস্তার কাউনিয়া (লালমনিরহাট) ও সুন্দরগঞ্জে (গাইবান্ধা) প্রবাহ কম ছিল, যা পরবর্তী কয়েক দিনে দ্রুত বেড়ে যায়। ১৩ আগস্ট প্রবলভাবে ধেয়ে আসছিল ধরলা নদীর প্রবাহ। কুড়িগ্রামের ধরলা সেতুতে ওই প্রবাহমাত্রা চলছিল বিপদসীমার অনেক উঁচুতে (+১১২ সে.মি)। ১৪ আগস্ট ওই প্রবাহ দাঁড়ায় +১৩১ সে.মিতে। তখন ক্রমাগত বাড়ছিল অপরাপর ছোট-বড় নদীর প্রবাহের উচ্চতা। ব্রহ্মপুত্র নদের ফুলছড়ি (গাইবান্ধা) প্রবাহ ১৩ আগস্টে ছিল +২৫ সে.মি, ১৬ আগস্টে +১২১ সে.মি। ১৬ আগস্টে যমুনায় (বাহাদুরাবাদ) পয়েন্টে +১৩৪ সে.মি, ঘাঘটে (গাইবান্ধা) +৮৩ সে.মি এবং করতোয়ায় (বগুড়া) +৪৫ সে.মি।

উত্তরাঞ্চলে জিইউকের কর্ম-এলাকা ও আশপাশের ১০টি জেলায় ওই বন্যার ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। এতে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীসহ কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৩৩ লাখ ৮৭ হাজার ৯৮১ জন, বস্তুচ্যুত হয় ৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৮৫ জন। বিপুল পরিমাণ জমির ফসল পানির নিচে তলিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডুবে যাওয়া এলাকার বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে ৬টি জেলার (কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, জামালপুর, নীলফামারী ও সিরাজগঞ্জ) ৩ লাখ ৩০ হাজার জনগণ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়

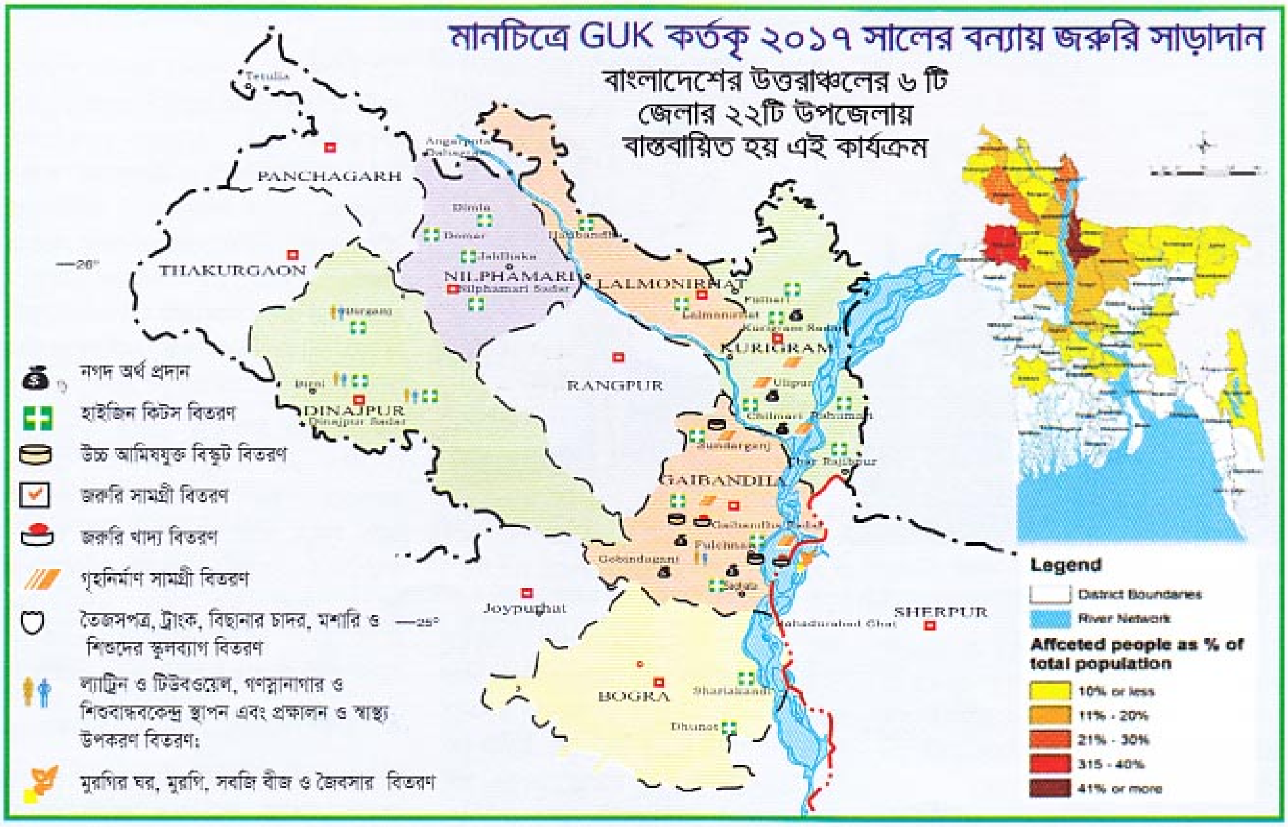

এ তথ্য জিইউকেসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়।

জিইউকে কিভাবে এই কার্মক্রম সম্পন্ন করেছে

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এর কর্ম-এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। এটা ছিল গতানুগতিক ত্রাণ তৎপরতার বাইরে নতুন অভিজ্ঞতা। সংস্থার সকল কর্মী ওই কাজে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রথমে জিইউকে দুর্যোগ মোকাবেলার কর্মসূচি বাস্তবায়নের ৩২ বছরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বছরের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ১৩০০'র অধিক কর্মিদল নিয়ে সংস্থার নৌকা ও অন্যান্য উদ্ধার সরঞ্জামসহ নিজস্ব প্রচেষ্টায় ভানভাসি মানুষের কাছে গিয়ে জরুরি উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। ওই সময় কর্মিদল বন্যায় ক্ষয়ক্ষতিজনিত সমস্যা চিহ্নিত-করণ ও করণীয় স্থির করতে কাজ করে। এসব প্রচেষ্টা মধ্য জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট ২০১৭ পর্যন্ত চলে। ওই সময়ে তারা প্রথমে সক্রিয় করতে তৎপর হয় ইতিপূর্বে গঠিত ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ প্রশমন কমিটির সদস্যদের। পাশাপাশি উপকারভোগীর সমিতিগুলোয় দ্রুত বার্তা প্রেরণ, সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সেসব তথ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনকে প্রায় প্রতিদিন অবহিতকরণের কাজটি চলতে থাকে। সংস্থার কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু হয় জিইউকের বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়। এসবের ভিত্তিতে জিইউকে আগস্ট ২০১৭ সালের মধ্যেই ৫টি প্রকল্প চালু করতে সক্ষম হয়, যেগুলোর মেয়াদ ছিল সর্বনিম্ন ৩ দিন থেকে ৬০ দিন।

এসব প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্গতদের মাঝে জরুরি খাদ্য, নগদ অর্থ, স্বাস্থ্য উপকরণ এবং বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, মাত্র ৩ দিনের মধ্যে ৫ হাজার ৩৮টি পরিবারের মাঝে ১৮.৮৯ টন উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করতে সমর্থ হয় জিইউকে। এছাড়া নগদ অর্থ, স্বাস্থ্য উপকরণ এবং বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণেও দেখিয়েছে সুষ্ঠ ও যথাযথ বাস্তবায়ন। উপকারভোগী নির্বাচনে ছিল এলাকার জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ, স্থানীয় সরকার, মিডিয়া ও প্রশাসনের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ এবং দাতা সংস্থার বহুমাত্রিক মনিটরিং ও ক্রসচেকিং। ছিল নিয়মিত ডকুমেন্টেশন। এ সকল কাজে পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াও ছিল কম্পিউটার ফিল্টারিং, মোবাইল ফোন ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। ছিল বারংবার বিভিন্ন কমিটির যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়নের মতো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সকল ক্ষেত্রে ছিল শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা

কুড়িগ্রামে ত্রাণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব সত্যব্রত সাহা। ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু সালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আল আমিন পারভেজ ও ইউএনডিপির কর্মকর্তাবৃন্দ

ডব্লিওএফপির সহযোগিতায় ৫০৩৮ বন্যার্ত পরিবারকে ১৮.৮৯ টন হাইপ্রোটিন বিস্কুট বিতরণের এক অনুষ্ঠানে জিইউকে প্রধান নির্বাহী এম আবদুস সালাম এবং ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হালিম টলস্টয়

ও দায়িত্বের প্রতি ভালোবাসা। এ কারণেই সম্ভব হয় অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে এতবড় দায়িত্ব সম্পাদন। সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার ওই কাজে জিইউকের প্রতি বেশ সন্তুষ্ট হয় বলেই বিভিন্ন সূত্রে প্রতীয়মান হয়।

২০১৭ সালে বন্যায় জরুরি সাড়াদান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন

বন্যাজনিত দুর্যোগে জরুরিভাবে সাড়াদান করতে জিইউকে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সেগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : এক. অতিজরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুই. জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসন। এসব কাজে এগিয়ে এসেছে জিইউকের দীর্ঘদিনের প্রকল্প অংশীদার অক্সফাম, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, আইসিও কোঅপারেশন, টেসকো ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং, ক্রিশ্চিয়ান এইড, ইউএনডিপি, ইউনিসেফের মতো বিশিষ্ট সংস্থা। বন্যাকালীন ও বন্যা চলে যাওয়ার ঠিক পরবর্তী সময়ে দুর্গত পরিবারে অত্যাবশ্যকীয় যেসব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়, সেসব পূরণের প্রচেষ্টা থেকেই সাধারণত অতিজরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। জিইউকে ২০১৭ সালে এক্ষেত্রে দুর্গতদের খেয়ে বাঁচার জন্য উচ্চ আমিষযুক্ত বিস্কুট, পানীয়জলের ব্যবস্থা, নগদ অর্থ প্রদান, রোগ প্রতিরোধের জন্য হাইজিন কিটস প্রদান এবং জীবনধারা স্বাভাবিক রাখার জন্য জরুরি সামগ্রী তথা ডিগনিটি কিটস (১৪ প্রকার অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ)-এর ব্যবস্থা করে।

বন্যাপরবর্তী জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে গৃহ নির্মাণসামগ্রী (টিন ও অন্যান্য), গৃহস্থালিসামগ্রী তথা রান্নার সসপেন, ট্রাংক, বিছানার চাদর, মশারি, শিশুদের স্কুলব্যাগ ইত্যাদি ছাড়াও ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন, গণস্নানাগার স্থাপন, শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন, প্রক্ষালন ও স্বাস্থ্য উপকরণ বিতরণ এবং কিছুসংখ্যক পরিবারকে মুরগির ঘর, মুরগি, সবজি বীজ, জৈবসার দেয়া হয়।

গৃহীত প্রকল্প এলাকা

জিইউকের ২০১৭ সালের জরুরি সাড়াদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় ৬টি জেলার ২২টি উপজেলার ৪২ হাজার ১৫৬ জন উপকারভোগীর সাথে। জেলাগুলো হলো- কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও বগুড়া (*পৃষ্ঠা-২ মানচিত্র দ্র:*)। ১১টি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত এসব কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা, দেশীয় সংগঠন ও ব্যবসায়ীসহ মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান।

কর্ম-এলাকার নিরাপত্তা প্রসঙ্গে বলা যায়, জিইউকে এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের জনগণের পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। তাই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কোনো সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা দরকার ছিল না। তবে নগদ অর্থ বিতরণকালে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করেছে।

উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য কোনো কোনো প্রকল্পে পদ্ধতিগত জরিপ আবার কোনো কোনো প্রকল্পে গণতান্ত্রিক স্থানীয় মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এজন্য শুরুতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা ও ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অংশগ্রহণে প্রকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর লক্ষ্যভুক্ত এলাকায় অনেকগুলো কমিউনিটি কনসালটেশন সভা করা হয়, যেখানে প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা ও উপকারভোগীর ধরন নির্বাচন করা হয়। কর্ম-এলাকার পুরুষ ও নারীরা ওই আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনার ভিত্তিতে প্রাথমিক উপকারভোগীর তালিকা করা হয় কমিউনিটি লোকদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ, উপকারভোগীর সাথে সরাসরি আলোচনা এবং ইউনিয়ন কমিটির প্রতিনিধিদের

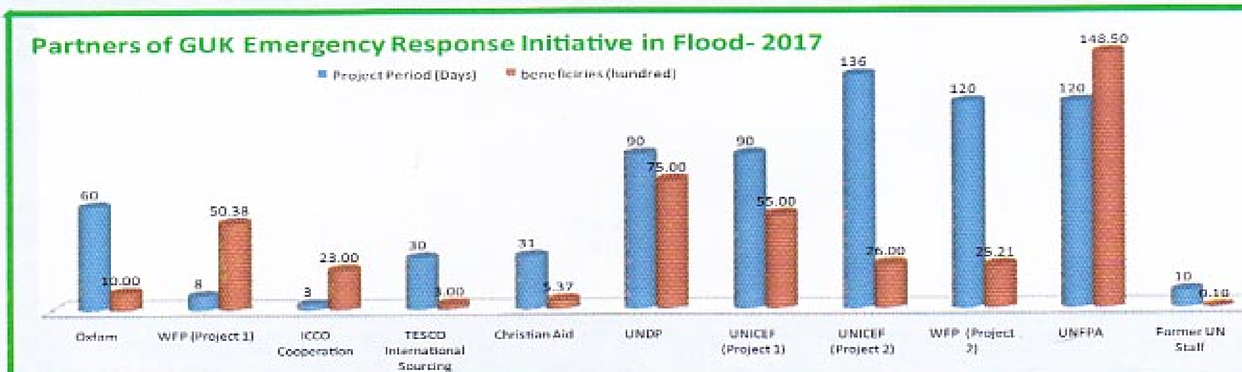

বিবেচনা করা এবং অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কোন কোন প্রকল্পে দ্রুততম সময়ের ওই জরিপ পরিচালিত হয়েছিল, কমিউনিটি কনসালটেশন সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেখানে উপকারভোগীর ধরন ও তা নিরূপণের মানদণ্ড নির্দিষ্ট হয়েছিল। ওই মানদণ্ডের ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক চেকলিস্ট করা হয়েছিল। এর ওপর ভিত্তি করে এটক প্রকল্পের দল বাড়ি বাড়ি ঘুরে দেখে এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা নির্ধারিত জরিপ চেকলিস্ট অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে উপকারভোগী তালিকাভুক্ত করে। এক্ষেত্রে বন্যার কারণে গুরুতরভাবে কবলিত বাড়িঘর বিচ্ছিন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ওই সময়ে কোনো আয় করতে পারেনি, কায়িক শ্রমভিত্তিক, মহিলাপ্রধান, অধিকসংখ্যক নির্ভরশীল শিশুবিশিষ্ট, বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে, ভূমিহীন বা শুধুমাত্র একটি বাসস্থান আছে- এরকম পরিবারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংস্থা ও প্রকল্প সর্বোচ্চ ন্যায্যতার সঙ্গে এসব কাজ সম্পন্নে তারা প্রকল্পের ফোকাল, সঙ্গে আপডেট ভাগ, ভর্তি জরিপ করেন এবং ডাটাবেস ক্রসচেক করেন। এরপর সরল দৈবচয়ন ও কম্পিউটার ফিল্টারিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়। এলাকার জনগণ, উপকারভোগী এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানান। এভাবেই নির্দিষ্টসংখ্যক পরিবারকে নির্বাচিত করা হয়।

২০১৭ সালের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে জরুরি সাড়াদানে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা

ক্রম: নং:	প্রকল্পের নাম	দাতা/ অংশীদারী সংস্থা	বাস্তবায়ন এলাকা (জেলা ও উপজেলা)	উপকারভোগী সংখ্যা
১.	Emergency Assistance for 2017 Flood Victims in Kurigram district	Oxfam	কুড়িগ্রাম (সদর, উলিপুর ও চিলমারী)	১০০০
২.	Emergency Food Support for Flood Affected People in Gaibandha	WFP	গাইবান্ধা (সদর, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জ)	৫০৩৮
৩.	Emergency Relief Support 2017	ICCO Cooperation	গাইবান্ধা (সদর ও সুন্দরগঞ্জ)	২৩০০
	Emergency Support for 2017 Flood Victims	TESCO International Sourcing	গাইবান্ধা (ফুলছড়ি)	৩০০
৫.	Emergency Assistance to the Affected Households of NW Flood-2017	Christian Aid	গাইবান্ধা (ফুলছড়ি)	৫৩৭
৬.	China-UNDP Bangladesh Emergency Response Initiative For August Flood In 2017 Shelter Support Assistance	UNDP	গাইবান্ধা (ফুলছড়ি, সাঘাটা), কুড়িগ্রাম (সদর, উলিপুর, চিলমারী)	৭৫০০
৭.	Provision of Life Saving WASH, Child Protection & Emergency Education Services to the Flood Affected People in Dinajpur District of Bangladesh	UNICEF	দিনাজপুর (দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ, বিরল)	৫,৫০০
৮.	Recovery of WASH, Child protection & Infrastructure while strengthen ting emergency preparedness skill in flood-affected areas	UNICEF	গাইবান্ধা (ফুলছড়ি), দিনাজপুর (বিরল)	২৬০০
৯.	Emergency Food Security Cash Assistance for the Worst Flood Affected Households 2017	WFP	গাইবান্ধা (ফুলছড়ি, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ)	২৫২১
১০.	Gender Based Violence Response and Prevention in Northern Part of Bangladesh	UNFPA	৫ টি জেলার ১৭ টি উপজেলা (নিচে বিস্তারিত)*	১৪,৮৫০
১১.	Humanitarian Support to Flood Affected Children and their Families	Association of Former UN Staff	গাইবান্ধা (ফুলছড়ি)	১০

১১টি প্রকল্প, ৯টি সহায়তাকারী সংস্থা। ৬টি জেলার ২২টি উপজেলায় বাস্তবায়িত। উপকারভোগী: ৪২,১৫৬ পরিবার।

* UNFPA কর্মএলাকা: গাইবান্ধা (সদর, ফুলছড়ি, সাঘাট, সুন্দরগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ), কুড়িগ্রাম (সদর, উলিপুর ও চিলমারী, রৌমারী, রাজিবপুর, ফুলবাড়ী), নীলফামারী (সদর, ডিমলা,ডোমার, জলঢাকা), লালমনিরহাট (সদর ও হাতীবান্ধা), বগুড়া (সারিয়াকান্দি ও ধুনট)

প্রধান কার্যক্রমসমূহ

বন্যার ক্ষয়ক্ষতির ধরন ও জন-চাহিদার ভিত্তিতে জরুরি সাড়াদান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমগুলো নির্ধারণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে জন-চাহিদার যতটুকু সম্ভব পূরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। কোথাও বড় ঘাটতি আবার কোথাও উপর্যুপরি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়।

জিইউকের প্রথম ও দীর্ঘকালীন উন্নয়ন অংশীদার অক্সফাম কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর, চিলমারী উপজেলার অধিক দুর্গত জনগণের জন্য জরুরি সাড়াদান প্রকল্পে ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ওই অর্থে ১ হাজার পরিবারকে ৪ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা এবং জরুরি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ (৪টি লন্ড্রি সাবান, ৪টি গোসলের সাবান, ৫০০ গ্রামের ২ প্যাকেট ডিজারজেন্ট, ১ প্রস্থ স্যানিটারি কাপড়, ১ বোতল স্যাভলন, খাবার স্যালাইন ৫টি, ১টি নেইল কাটার ও ১টি বদনা) প্রদান করা হয়।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ১৫ কোটি ৯০ লাখ ১ হাজার ১০১

জিইউকের ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করছেন সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকার

(বামে) ডব্লিউএফপির সহায়তায় বন্যাকবলিতদের নগদ অর্থ প্রদান করছেন গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক আব্দুস সামাদ. (ডানে) নেটজ-জার্মানির সহায়তায় ২০১৬ সালের বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়

টাকার সহায়তা দেয়, যার মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার সদর, ফুলছড়ি ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় মাত্র ৩ দিনে ৫ হাজার ৩৮ খানা জরিপ করে তাদের মাঝে ১৮.৮৯ টন উচ্চ আমিষসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করে। এলাকার সবাই উদ্যোগটিকে সাদরে গ্রহণ করেন। জিইউকের সকল কর্মী ওই বিস্কুট বিরতণে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া একই জেলার সাঘাটা, ফুলছড়ি, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ২,৫২১টি পরিবারকে ১২ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

আইসিসিও কোঅপারেশন গাইবান্ধা সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ২,৩০০ পরিবারের মধ্যে জরুরি খাদ্য ও অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

টেসকো ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিংয়ের এক কোটি ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা থেকে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ৩০০ পরিবারের মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা ও জরুরি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ক্রিশ্চিয়ান এইডের ৮৬ লাখ ৫০ হাজার ৩১০ টাকার আর্থিক সহায়তা থেকে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ৫৩৭ পরিবারের মাঝে নগদ ৪ হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা ও জরুরি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী (২টি লন্ড্রি সাবান, ২টি গোসলের সাবান, ১ প্রস্থ স্যানিটারি কাপড়, ১ বোতল স্যাভলন, খাবার স্যালাইন ৫টি, ১টি বাটি ও ১টি মগ) বিতরণ করা হয় ও স্বাস্থ্য সচেতনতা ক্যাম্প করা হয়।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) আর্থিক সহায়তায় গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি ও সাঘাটা এবং কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর, চিলমারী উপজেলার মোট ৭,৫০০ পরিবারের প্রতি ২ বান্ডিল (৮ পিস) সিজিআই শীট, ১টি হ্যান্ডওয়াশ, ১টি ঢাকনাযুক্ত সসপেন, ২টি কম্বল, ১টি স্কুলব্যাগ, ১টি স্টিলের ট্রাংক, ২টি বালিশের কভারসহ বিছানার চাদর এবং ১টি মশারি বিতরণ করা হয়।

জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) ২ কোটি ৭৭ লাখ ২ হাজার ৬০০ এবং ৩ কোটি ৩০ লাখ ৬৬ হাজার ১০৬ টাকার আর্থিক সহায়তায় দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর সদর, বীরগঞ্জ ও বিরল উপজেলায় ৫,৪০০ জন এবং গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় ২,৬০০ জন উপকারভোগীর মাঝে জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে- ৭৫০টি পরিবারকে 'হাইজিন কিটস' বিতরণ, যার প্রতিটিতে রয়েছে ৪টি নীল সিপির জারিকেন, একটি ঢাকনাযুক্ত জগ, এক পট্টি, শিশুদের মলমূত্র পরিষ্কারক, প্লাস্টিক উপকরণ, ১টি বড় বদনা, ল্যাট্রিন পরিষ্কার করার ব্রাশ, মোচনযোগ্য ৩টি রুমাল, ২ প্যাকেট ডিজারজেন্ট পাউডার, ৫টি গোসলের সাবান, ১০টি কাপড় কাচার সাবান, ৬১০টি স্যানিটারি কাপড়, ২টি গামছা, ১টি নখ কাটার যন্ত্র। এছাড়া দেয়া হয় ৭১০টি হাত ধোয়ায় পরিষ্কারক। বিভিন্ন জায়গায় ৬৫০টি জরুরি অস্থায়ী ল্যাট্রিন ও ৬০টি প্রতিবন্ধী সহায়ক ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। ১১০টি গণস্নানাগার এবং বীরগঞ্জ ও বিরল উপজেলায় ৫০টি শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ৫,৯৭০ শিশু এখানে বিভিন্ন খেলনা পেয়ে খেলায় অংশ নেয়। এছাড়া ১ হাজার স্বাস্থ্য সচেতনতা সেশন করা হয়, যেখানে ৮০ হাজার লোক অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫,৩৯৪ শিক্ষার্থীকে এডুকেশন কিটস (খাতা, পেন্সিলসহ ১৪টি উপকরণ) দেয়া হয়।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) আর্থিক সহায়তায়

কেসস্টাডি

আমিনা বেগম পেল আয়ের পথ

কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলার চিলমারী ইউনিয়নের শাখাহাটিতে দরিদ্র পরিবারের গৃহিণী আমিন বেগম (৬৫)। তার পরিবারের সদস্য ৩ জন এবং কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কোনো আয়মূলক কাজে জড়িত হতে পারেননি। কারণ তার কোনো তহবিল ছিল না। উপরন্তু বন্যায় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বাড়ি ভেসে গেলে তিনি সন্তানদের নিয়ে বাঁধে আশ্রয় নেন এবং খাদ্য সমস্যায় পড়েন। জিইউকের কর্মীরা বাঁধে আমিনা বেগমকে হতাশাজনক অবস্থায় পেয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বিনাশর্তে ৪ হাজার টাকা এবং খাদ্য ও ডিগনিটি কিটস দেন। এতে আমিনা বেগম বাঁচার পথ খুঁজে পান। তিনি ৩ হাজার টাকায় একটা পুরুষ ছাগল কিনেন পালনের জন্য। বাকি টাকা দিয়ে ক্রয় করেন খাবার, কাপড় এবং অন্যান্য দৈনিক চাহিদার জিনিসপত্র। এখন তার কাজ প্রতিদিন ছাগলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা, যাতে ছাগলটি দ্রুত বড় হয়। তিনি তার ছাগলকে অর্থের বিনিময়ে প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। এখন প্রতিদিন তার ছাগল ব্যবহার করে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা আয় করছেন। আমিনা বেগম এখন খুবই খুশি। তিনি এটক এবং অক্সফামকে এজন্য ধন্যবাদ দেন।

জিইউকে কর্ম-এলাকার ৫টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ১৪ হাজার ৮৫০ পরিবারের মধ্যে ডিগনিটি কিটস বিতরণ করে। দুর্গত জনগণ সহসা এসব জিনিস হাতের কাছে পায় না, ফলে তাদের মর্যাদার হানি হয় বলে তারা মনে করে। ওই প্যাকেজে ছিল ১৪ প্রকার সামগ্রী (ম্যাক্সি, মহিলাদের আন্ডারওয়্যার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, কাপড় কাচার সাবান, গোসলের সাবান, টুথপেস্ট, শ্যাম্পু, রাবার/প্লাস্টিক স্যান্ডেল, ওড়না, ঢাকনাযুক্ত বড় বালতি, তোয়ালে/গামছা, নখ কাটার যন্ত্র, দাঁতের ব্রাশ ও টর্চলাইট)।

বাংলাদেশের ইউএন সংস্থার সাবেক কর্মকর্তাদের সহায়তায় গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার এড়েন্ডাবাড়ী ইউনিয়নে ১০ পরিবারের মাঝে মুরগির ঘর, ২০টি করে মুরগি, সবজি বীজ (৮ প্রকার) ও ২ কেজি করে জৈবসার প্রদান করা হয়।

ত্রাণ উপকরণ নির্বাচনে দূরদর্শিতা

২০১৭ সালের বন্যায় জরুরি সাড়াদানে জিইউকে ত্রাণের জন্য যেসব উপকরণ নির্দিষ্ট করে তা খুবই প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হিসেবে এর উপকারভোগীদের কাছে বিবেচিত হয়। জিইউকে দেখেছে, গতানুগতিক ধরনের ত্রাণ থেকে একজন দুর্গত ব্যক্তি খুব কমই উপকৃত হয়। অথচ তার যা প্রয়োজন তা যদি পায় তাহলে তার জীবন, স্বাস্থ্য ও ব্যয় উপশমসহ সবই পায়। তাছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন অনেক দুর্গত পরিবারই তাদের জীবনমানকে কিছুটা উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিল তখন তাদের পরিচ্ছদ, গৃহস্থালি সামগ্রী, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যগত সামগ্রী ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের অভ্যাসকে উন্নত করতে পেরেছিল। এমতাবস্থায় বন্যায় যখন স্থাবর সম্পত্তি ও আর্থিক ক্ষতি হয়, তখন জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি মর্যাদা রক্ষা করাটাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সে কারণে জিইউকে থেকে প্রাপ্ত বহুবিধ উপকরণ (ত্রাণ) তাদের সাময়িক দুরবস্থার সময় অনেক বেশি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুবান্ধব কেন্দ্রগুলো শিশুদের মনের দুর্যোগের ভীতি কাটিয়ে সুন্দর ও প্রাণবন্ত রাখতে সহায়তা করেছে, যা তার ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য খুবই দরকারি। গণস্নানাগার সেবাটিও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে ২০১৭ সালের বন্যায় জরুরি সাড়াদানের জন্য ত্রাণ উপকরণ নির্বাচনে দূরদর্শিতা ছিল বিভিন্ন মহলে ব্যাপক আলোচিত ও প্রসংশনীয়।

অর্থ সহায়তায় মোবাইল ব্যাংকিং

জিইউকে ২০১৭ সালের বন্যায় জরুরি সাড়াদানকালে দ্বিতীয়বারের মতো মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার করে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় ডিবিবিএল-এর মাধ্যমে ৩ দফায় ২৫২১ জনকে নগদ ১২,০০০ টাকা করে মোট ৩০,২৫,২০০০ টাকা প্রদান করে। এই সময় সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের সরকারি কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যম কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। জিইউকে ২০১৪ সালে প্রথম এ পদ্ধতি ব্যবহার করে। স্থানীয় অপব্যবহার এড়াতে এ প্রক্রিয়ায় জিইউকে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম, সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থা ও স্থানীয় সরকারের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ছিল। পাশাপাশি কমিউনিটির মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণে একটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল। যে কোনো সমস্যায় স্থানীয় সরকার, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় মতামতের ওপর ভিত্তি করে জিইউকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত তালিকা ক্রসচেকিং করে। এভাবে প্রকল্পটির জন্য একটি চূড়ান্ত

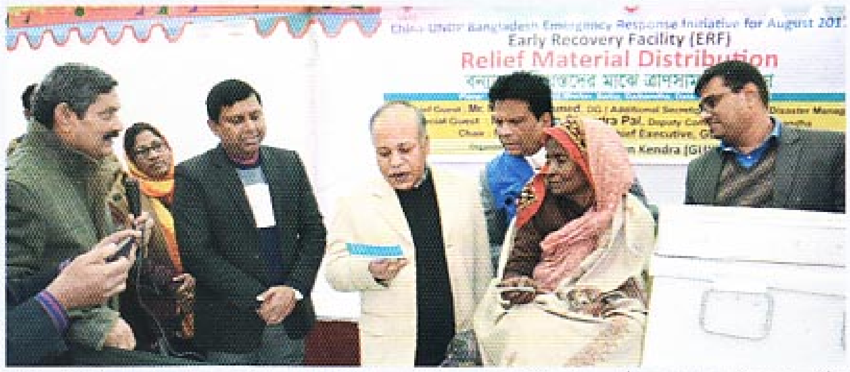

ইউএনডিপির সহায়তায় বন্যার্তদের গৃহনির্মাণ সামগ্রীসহ ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব মো. রিয়াজ আহমেদ, বিশেষ অতিথি গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক গৌতম চন্দ্র পাল, এছাড়াও ইউএনডিপির প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যাডভাইজার ড. অর্ধেন্দু শেখর রায়, প্রোগ্রাম এনালিষ্ট জনাব আরিফ আব্দুলাহ খাঁন, গাইবান্ধা সদর ইউএনও জনাব আলেয়া ফেরদৌস জাহান, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা জনাব এ.কে.এম ইদ্রিস আলী

কেসস্টাডি

ইতি পেল নতুন জীবন

দিনাজপুরে সদর উপজেলার শাসরা ইউনিয়নের শিবডাঙ্গা গ্রামের ১৪ বছর বয়সী মেয়ে ইতি রানী। তার পিতা শ্রী নির্মল চন্দ্র রায় একজন দিনমজুর, মা রাধিকা বালা গৃহিণী। পাঁচজনের পরিবারে তারা খুব দরিদ্র। ইতি ২০১৭ সালে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় দেয়। ২০১৭ সালের আগস্টের বন্যার সময় তাদের বাড়ি প্লাবিত হয়েছিল। তখন তারা অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে আশ্রয় নেয়। ইতি সেখানে ইভ টিজিংসহ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। আশ্রয়স্থল থেকে বাড়ি ফিরে আসার পর তার বাবা তাকে নিরাপত্তা বিবেচনায় বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের পাশাপাশি তার শিক্ষা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ পরিস্থিতিতে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র দিনাজপুর জেলার বন্যাকবলিত জনগোষ্ঠীর জীবনে সহায়তা ও শিশুদের সুরক্ষা প্রকল্প এগিয়ে আসে এবং বন্যার কারণে আতঙ্কিত (৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী) শিশুদের সাহস দিতে শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন করে। শিশুদের জরিপের সময় ইতিকে ট্রম্যাটাইজড শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্পের কর্মীরা শিশুবান্ধব কেন্দ্রের সুবিধা সম্পর্কে ইতি ও তার পিতা-মাতাকে জানায় এবং সেখানে পাঠাতে বলেন। ইতি শিশুবান্ধব কেন্দ্রে এসে অন্য শিশুদের সাথে খেলা, অঙ্কন এবং প্রচুর গেম উপভোগ করে। সে বাল্যবিবাহের খারাপ প্রভাব সম্পর্কেও জানতে পারে। তাই আবার স্কুলে যেতে আগ্রহী হয়। তার অনুরোধে প্রকল্পের কর্মীরা তার বাবা-মাকে অনুরোধ করেন, যেন বিয়ে না দিয়ে ইতিকে স্কুলে পাঠানো হয়। প্রকল্পের কর্মী ও শিক্ষকরা ওদের বাড়িতে যান এবং তার বাবা-মাকে বোঝানোর পর ইতির বাবা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। মেয়ের মানসিক উন্নতিতে তারা খুশি। তাদের মেয়ে নতুন জীবন পেল।

উপকারভোগী তালিকা তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও এলাকার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে। তারা তালিকাটি পর্যালোচনা করেন এবং আরো যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণের পর সবাই তাদের সম্মতি দেন এবং তারপর তালিকাগুলি চূড়ান্ত করা হয়। সবশেষে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান, পিআইও, ইউএনও ও উপজেলা চেয়ারম্যান এ তালিকা অনুমোদন করেন। চূড়ান্ত তালিকা অনুসারে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়নভিত্তিক দারবাস্তায় ৫০০, মহিমানগঞ্জে ৪৫৯ ও হরিরামপুরে ৪০০টি পরিবার; ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ৫০০ ও গজারিয়ার ২৩৮ পরিবার এবং সাঘাটা উপজেলার জুমারবাড়ী ২৫০ ও ভরতখালী ইউনিয়নে ১৭৪টি পরিবার তালিকাভুক্ত করা হয়। চূড়ান্তকরণের পর সবাই উপকারভোগী কার্ড ও মোবাইল সিম কার্ড পান, যার ১০ থেকে ২০ শতাংশ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার প্রতিনিধিরা সরল দৈবচয়নের মাধ্যমে যাচাই করেছেন। ওই সময়ে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার উপ-কার্যালয়প্রধান প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শনও করেন। এ কাজে কোনো অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণের জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে হটলাইন নম্বর প্রদর্শিত হয়, যে নম্বরটি সরাসরি বিশ্ব খাদ্য সংস্থার নির্ধারিত কর্মকর্তা পরিচালনা করেন।

জরুরি সাড়াদান থেকে শিক্ষা গ্রহণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং স্কাউটস, স্থানীয় স্তরের এলিট ব্যক্তি, মিডিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনের অংশগ্রহণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় আলোচনার মাধ্যমে অধিকার কার প্রাপ্য তা নিরূপণ করা সহজ হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, সর্বোত্তম ফলাফল আসতে পারে যদি স্থানীয় প্রশাসন, মিডিয়া, সরকারি বিভাগ, সিভিল সোসাইটি প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত থাকে। ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম হলে অভিযোগ জানানোর সুযোগ রাখার পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ কাজে একজন উপকারভোগী হটলাইন নম্বরে সরাসরি তার অভিযোগ জানাতে পেরেছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জরুরি সাড়াদান অভিজ্ঞতা থেকে জিইউকে আরো কিছু দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে, যার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ দরকার।

দুর্যোগ মোকাবেলায় জিইউকের চ্যালেঞ্জ

এ কাজে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল বিশালসংখ্যক কবলিত জনগণের মধ্য থেকে অল্পসংখ্যক (যারা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত) উপকারভোগী নির্বাচন করা। তাই উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপ বেশি ছিল। তাছাড়া এবারই প্রথম মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অর্থ ট্রান্সফার করা হয়েছিল, যার অভিজ্ঞতা উপকারভোগী কিংবা জিইউকের আগে ছিল না। কিন্তু এটা সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। জিইউকের নতুন কর্ম-এলাকা দিনাজপুরেও খুব সফলভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সেখানে খুব অল্প সময়ে শিশুবান্ধব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে বিপুলসংখ্যক শিশু অংশ নেয়। এসব কেন্দ্র সফলভাবে হস্তান্তর করাও সম্ভব হয়েছে।

জরুরি সাড়াদানে জিইউকের সবলতা

জিইউকে ১৯৮৭ সাল থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জরুরি সাড়াদানের মানবিক কাজটি করে সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা তাদের সম্পদ। যে কোনো দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে জিইউকের একটি মানবিক সমন্বয় দল (এইচসিটি) আছে, দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ২২০ জন (পুরুষ ১৩০, মহিলা ৯০) প্রশিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মী আছে, কোনো দুর্যোগ ঘটে গেলে ৫০০ জন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী নিজেরাই দুর্যোগ মোকাবেলার বিভিন্ন তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে, দূরবর্তী নদীতীরবর্তী চর এলাকায় অফিস স্থাপন ও কর্মচারি নিয়োগ করা আছে, উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য স্পিডবোট ও ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে সুনাম এবং স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক আছে। এছাড়া জিইউকের রয়েছে ১৩০০'র অধিক নিয়মিত কর্মী, যারা সবাই জরুরি সাড়াদানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। জিইউকে দুর্যোগ সংবেদী কার্যক্রমগুলো বিভিন্ন নীতিমালা অনুসৃত, যেমনঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, কন্টিনজেন্সি অ্যাকশন প্ল্যান, মানবিক দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব (এইচএপি) ইত্যাদি।

জরুরি সাড়াদান কেন গুরুত্বপূর্ণ

দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানের কাজটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার লক্ষ্যে নিহিত। সেখানে উল্লেখ , দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের ঝুঁকি, মানবিক ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং বড়মাপের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম ও কার্যকর জরুরি সাড়াদান প্রস্তুতি আবশ্যক। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মূলনীতিও অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে জরুরি সাড়াদানকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করেছে ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে এই কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে জিইউকে বন্যাজনিত দুর্যোগে জরুরি সাড়া দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের কাজকে কমিয়ে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রেখেছে। তাছাড়া জিইউকের সাড়াদান কার্যক্রম সমাজভিত্তিক দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা জাতীয় নীতিমালারই অনন্য প্রতিফলন।

কেসস্টাডি

'শামসুন্নাহারের দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই'

শামসুন্নাহারের বয়স ৬৭ বছর। তিনি দারিদ্র্যের কারণে বিয়ে করতে পারেননি। গাইবান্ধা সদর উপজেলার দক্ষিণ গিদারী নামক গ্রামে শৈশব থেকেই ক্ষুধা এবং দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে বড় হয়েছেন। একবার নদীভাঙ্গনের ফলে তাদের ঘর নদীতে পড়ে গেলে সব সম্পদ হারিয়ে তিনি অন্য জায়গায় চলে যান। নদীভাঙ্গন বা বন্যার কারণে তিনি বেশ কয়েকবার বিপর্যস্ত হন। তার পরিবারে অন্য কোনো আয়ের সদস্য নেই; বিধায় এই বয়সে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। যে অবস্থায় তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব শঙ্কিত, সে সময়ে জিইউকের মাধ্যমে ইউএনডিপির ত্রাণ যেন তার আশার চেয়ে অনেক বেশি। জিইউকের সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে তিনি পেয়েছেন সিআই শীট, বিছানার চাদর ও বালিশের কভার, মশারি, কম্বলসহ আরো অনেক উপকরণ, যেগুলো ক্রয় করার সামর্থ্য তার কখনই ছিল না। তাই এখন খুবই আনন্দিত তিনি।

দুর্যোগে 'উইমেন লেড রেসপন্স' অনুশীলন

উন্নয়ন প্রবাহ প্রতিবেদন: ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীদের সুযোগ ও অংশগ্রহণ থাকলে দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীরা সমভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দাতা সংস্থা 'স্টার্ট ফান্ড' এর অর্থায়নে খ্রিষ্টানএইড-এর সহায়তায় ২০১৬ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী সদস্যদের মাঝে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র গাইবান্ধায় 'দুর্যোগে ইউমেন লেড রেসপন্স' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে নারীরা উপকারভোগী নির্বাচন থেকে ত্রাণ বিতরণের সকল ধাপ নিজেরাই সম্পন্ন করেছে।

'ইউমেন লেড রেসপন্স' এর ফলে একদিকে গ্রামের সাধারণ নারীদের যেমন পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে নারীদের নেতৃত্ব, মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রদানের সক্ষমতা কমিউনিটির কাছে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে মূলায়িত হয়েছে যে, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশের মাধ্যমে দুর্যোগ সহায়তা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। এখানে শুধুমাত্র নারীদের মাধ্যমে রেসপন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীর প্রাকৃতিক বা বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, নির্ধারিত স্থান, ব্রেস্টফিডিং কর্ণার, বসার ব্যবস্থা, নারীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, টিপসই বা স্বাক্ষর গ্রহণে নারীরা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছে। 'ইউমেন লেড রেসপন্স' উদ্যোগটি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সহায়ক- একথা বলা যায়।

২০১৭ সালের বন্যাকবলিতদের জন্য জিইউকের ত্রাণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে (উপরে) গাইবান্ধা জেলার বন্যার্তদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার জনাব ফজলে রাব্বি মিয়া। (মাঝে) ইউএনডিপির সহায়তায় ত্রাণ বিতরণ করছেন জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি এমপি, উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক গৌতম চন্দ্র পাল, পুলিশ সুপার মাশরুকুর রহমান এবং জিইউকের প্রধান নির্বাহী এম. আবদুস সালাম

(নিচে) বন্যাকবলিতদের সহায়তায় ডব্লিউএফপি'র অর্থায়নে নগদ অর্থ প্রদান করছেন গাইবান্ধা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান সরকার আতা, সঙ্গে জিইউকের প্রধান নির্বাহী এম. আবদুস সালাম

(নিচে) ২০০৫ সালে পুনর্বাসিত একটি বন্যা কবলিত পরিবার

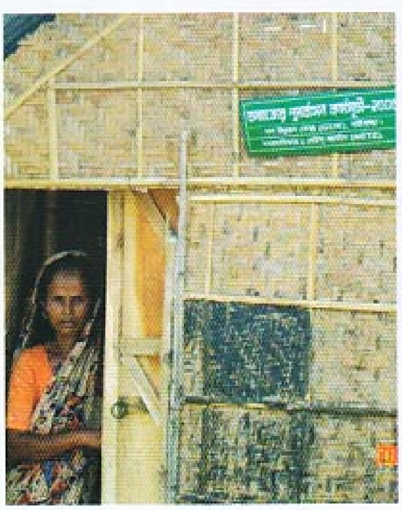

জিইউকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ৩০ বছরের

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বিশেষ করে যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ঘাঘট ও ধরলা অববাহিকার লোকালয়গুলো আবহমানকাল থেকেই বন্যা ও নদীভাঙ্গন এলাকা হিসেবে পরিচিত। দারিদ্র্য এই এলাকার নিজস্ব একটি চিত্র। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিকভাবে এই এলাকাগুলোতে প্রতি বছরই বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ ও টর্নেডো সংঘটিত হয়। এছাড়া এর ফলে এলাকায় মৌসুমি খাদ্য ও কর্ম সংকট তথা 'মঙ্গা' স্থায়ী সমস্যা হিসেবে জেঁকে বসে। শত শত বছর যাবৎ উত্তরাঞ্চলের ৮টিসহ দেশের ১০টি জেলার প্রায় এক কোটি মানুষ এসব দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে ক্রমশ দরিদ্র থেকে নিঃস্ব হতে থাকে।

এলাকার অর্থনীতি সম্পূর্ণরূপে কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও তা এখানকার জনগণের জন্য বছরব্যাপী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারে না; বরং দুর্যোগের সময় তাদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান ও অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে দুর্যোগ মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে এদের বেশিরভাগই অসমর্থ। ফলে এতদঞ্চলে ক্ষতির হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

ভূ-প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপট ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং এসবের প্রভাব

মূলত ১৮৮৭ সালের ভূমিকম্পে প্রধান নদীগুলোর গতিপথ পাল্টে গেলে বন্যা, নদীভাঙ্গন ও খরা সমস্যা স্থায়ী রূপ নেয়। এছাড়া প্রাকৃতিক ও ভৌগলিকভাবে এসব এলাকায় প্রতি বছরই শৈত্যপ্রবাহ ও টর্নেডো দেখা যায়। তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও ধরলা নদীর প্রকৃতিগত গঠন এই এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবদায়ী, যা এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভাবনাকে ভঙ্গুর করেছে। এর সাথে যুক্ত হয় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি, যার ফলে অধিক হারে বন্যা, অকালবন্যা, নদীভাঙ্গন, অতিরিক্ত শীত, খরা এবং অতিরিক্ত ও অসময়ে বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কৃষিনির্ভর এতদাঞ্চলের উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর ব্যাপক প্রভাবদায়ী হয়।

জলবায়ুর পরিবর্তনশীলতাটি গত কয়েক

দশক ধরে জনগণের জীবিকায়নকে সংকুচিত করেছে। এখানকার মানুষ সব সময় বিভিন্ন বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। বর্ধিত তাপমাত্রার কারণে হিমালয় অঞ্চলে বরফ গলে জলস্রোত তথা বন্যার সৃষ্টি করে, যা অনেক পলি বহন করে প্রতি বছর নদীপ্রবাহে জমা হয় এবং নতুন চর গঠন করে। ফলে এতদাঞ্চলের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সম্মুখীন হয়, দুর্যোগ ঝুঁকি এবং নতুন উদ্ভূত বিপদের আশংকায় পড়ে। এসব চর ও সংশ্লিষ্ট বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে প্রায় ৭৫ লাখ মানুষের বসবাস, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫ ভাগ। জিইউকের কর্ম এলাকায় প্রায় ৬ লাখ ৪১ হাজার ১৪২ জন চরবাসী রয়েছে, যারা ওই এলাকার মোট জনসংখ্যার ৩০.৩ ভাগ। বন্যা এই এলাকার সবচেয়ে সাধারণ বিপর্যয়, যা প্রায় প্রতি বছরই ঘটে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ বয়সের জন্য অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়। এই দুর্ভোগগুলো হচ্ছে :

- সম্পদ, জমি এবং জীবনের ক্ষতি;
- পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত;
- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা;
- যোগাযোগ সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত;
- বিদ্যালয়ের শিক্ষা বাধাগ্রস্ত;
- দিনমজুরদের কাজের অপ্রতুলতা;
- অপরিহার্য নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য;
- পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি।

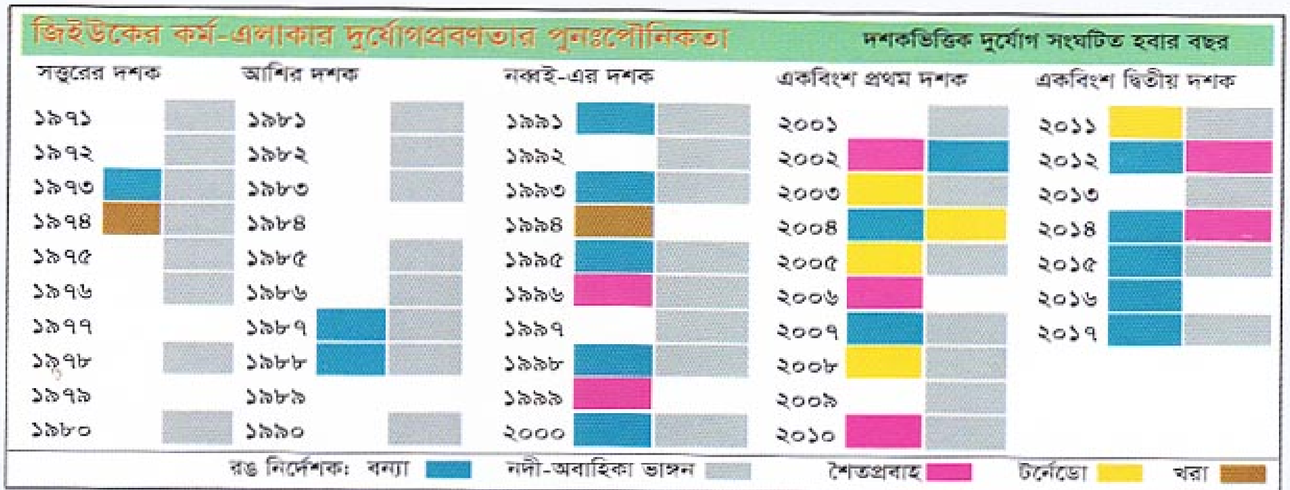

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিইউকের কর্ম এলাকায় যে সকল দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছে তার চিত্র। তথ্যসূত্র: জিইউকে তথ্যকেন্দ্র, গাইবান্ধা

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জিইউকের কর্ম এলাকায় প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হলেও অন্তত ১৫ বার অধিক জনদুর্ভোগের কারণ হয়েছে। তখন মানুষের ঘরবাড়ি ডুবে গেছে এবং ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়েছে।

নদীভাঙ্গন একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। ফি-বছর নদীর তীরে এই ভাঙ্গন অল্প-বিস্তর চললেও বড় বন্যার বছর এটা ব্যাপক ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়। তখন কোনো কোনো চর, এমনকি গ্রাম পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়; আবার কোথাও নতুন চর জাগে। চর এলাকায় শীতের তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই বেশি, উক্ত সময়ের মধ্যে মোট সাতবার এটি বড় দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অনুরূপভাবে শুষ্ক মৌসুমে চরে বালু তপ্ত হওয়ার কারণে সব সময়ই খরা ভাব বিরাজ করলেও ১৯৭৪ ও ১৯৯৪ সালে বড় খরা সংঘটিত হয়েছে। (তথ্যসূত্র : জিইউকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি)

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে জিইউকের হস্তক্ষেপ

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ১৯৮৭ থেকে আজ অবধি এর কর্ম-এলাকার দরিদ্র ও দুর্যোগপীড়িত জনগণের পাশে থেকেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বেশিরভাগ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয় এতদাঞ্চলের বিভিন্ন নদীতীরবর্তী চরে এবং নদী অববাহিকার মূল ভূখণ্ডে। জিইউকে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে এবং যতটা সম্ভব সঙ্গত সুযোগ সৃষ্টি করে ঝুঁকি কমাতে চেষ্টা করছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা, উদ্ধার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাছাড়া চরবাসীদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় উপযোগী করতে তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, বসতভিটা উঁচু করা, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনসহ জলবায়ু সহনীয় কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ এবং সময়োপযোগী প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তিগুলো পরিবর্তনে সক্ষম করার চেষ্টা করছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পারদর্শিতা

গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে–-এর নিরন্তর প্রচেষ্টায় ১৯৯১ সালে থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারের সাথে ৯৭টি আর্ন্তজাতিকমানের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশের উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবায়িত গাইবান্ধা জেলাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানো। তিন দশকে জিইউকের এ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বিশেষ করে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় সংস্থাটির রয়েছে অনন্য ভূমিকা। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন সময় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসকবলিত এলাকায় নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছে।

জরুরি সাড়াদানে ইতোমধ্যে অর্জন করেছে যথেষ্ট পারদর্শিতা। ২০১৬ ও ২০১৭ সালের বন্যায় সংস্থাটি জরুরি সাড়াদান কাজে মূলত প্রতিনিধিত্ব করেছে দেশের উত্তরাঞ্চলের। এ সময়ে দ্রুত ও নির্ভুলতার সাথে বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে একদিকে এসব বিপন্ন মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রেখেছে, অন্যদিকে এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালার লক্ষ্য অর্জনে অবদান রেখেছে। মঙ্গার মতো মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে অনেক আগে থেকেই। সম্প্রতি উখিয়ায় আরেক মানবসৃষ্ট দুর্যোগ রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা ব্যবস্থাপনায় কিছু অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বেশ প্রসংশিত হয়েছে জিইউকে।

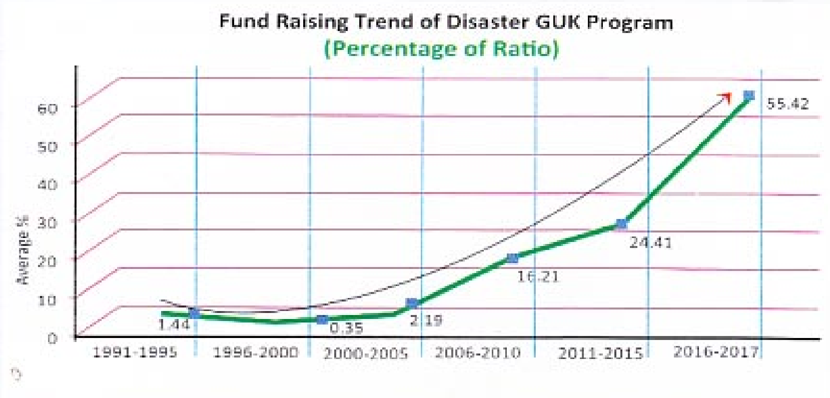

[বি: দ্র:- প্রকল্প গ্রহণ ও তহবিল ব্যবস্থাপনা চিত্রটি কেবল ১৯৯১ থেকে ২০১৭-এ সংগৃহীত আর্থিক পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, এখানে টাকার মূল্যমান নির্দেশিত হয়নি]

জিইউকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও তবহিল ব্যবস্থাপনা চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা মোটামুটি থাকলেও পরবর্তী পাঁচ বছরে তা কমে আসে। এরপর থেকে এই সূচক আর কমেনি বরং এর প্রবৃদ্ধি বেশ উৎসাহজনক। সর্বশেষ ২০১৬ ও ২০১৭ সালের বন্যায় জরুরি সাড়াদানে তবহিল সংগ্রহের হার পূর্বের যে কানো হারের চেয়ে উর্ধ্বগামী, যা জিইউকের জন্য যথেষ্ট আস্থার বিষয়।

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে জিইউকের পদক্ষেপ: দুর্যোগ বা বন্যা মোকাবেলার জন্য জিইউকে যে পদক্ষেপগুলো নিয়ে থাকে তা হচ্ছে :

- সংস্থার উন্নয়ন কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন;
- সমাজভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি জোরদার, যেখানে প্রতিবন্ধী বিষয়গুলো বিবেচিত হয়;
- তৃণমূল পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্যতাসহ মডেল গৃহ তৈরি করা;
- স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা উন্নয়ন;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সরকার ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর জন্য প্রাথমিক সতর্কতা প্রদান;
- বসতবাড়িতে ফলদ গাছ এবং শাকসবজি চাষে মাধ্যমে মাটির ঘনত্ব সুসংহতকরণ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বিবেচনা করে বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্র, গুচ্ছগ্রাম ও কমিউনিটি স্থান উঁচুকরণ;
- স্কুল ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;
- বীজ সংরক্ষণ;
- দুর্যোগকালীন ও জরুরি প্রয়োজনের জন্য খাদ্য ব্যাংক এবং বিশেষ সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা;
- আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে নেটওয়ার্কিং;
- তহবিল সৃষ্টিকরণ।

জিইউকের কর্মপদ্ধতি: দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে জিইউকে ১৯৮৭ সাল থেকে যে সকল কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাজ করছে- সেগুলো হলো: দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন জরুরী সাড়াদান এবং দুর্যোগপরবর্তী পুনর্বাসন।

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী: গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রণীত 'Standing Orders on Disaster (SOD)' বা 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী অনুসরণ করে থাকে। এ অনুযায়ী জিইউকে প্রতিটি দুর্যোগের আগে সম্ভাব্য পরিকল্পনা (Contingency Planning) করে থাকে যা নিয়মিত আপডেট করা হয়। জিইউকে তার কর্মক্ষেত্রে সংগঠন, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের সাথে এ পরিকল্পনায় স্টেকহোল্ডার হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকে। পরিকল্পনাটি আপডেট করার জন্য সাংগঠনিক কর্মী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ, ইউপি প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ, সমাজের জনগণ এবং অন্যান্য এনজিও প্রতিনিধি এই কর্মশালা এবং সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনায় অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং এসব এলাকায় দ্রুত সাড়াদান কিভাবে নেওয়া যাবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া জরুরি সাড়াদানের প্রস্তুতি, সক্ষমতা, জরুরি ত্রাণ মজুদ বিনিময়, সিডিউল বিনিময়, পানিপ্রবাহের তথ্য সংগ্রহ ও পূর্বাভাস প্রদান, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের দপ্তরগুলোর সাথে যৌথসভায় অংশগ্রহণ করা হয়। দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতির উদ্যোগ হিসেবে জিইউকে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র, গুচ্ছগ্রাম, ইঞ্জিনচালিত নৌকা,

(বামে) ২০১৭ সালে বন্যার্তদের মাঝে সিবিএম-সিডিভির সহায়তায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্যাকেজ প্রদান করা হয়, (ডানে) দিনাজপুরে অক্সফামের সহায়তায় ত্রাণ বিতরণ করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। (মাঝে) খ্রিস্টান এইড এর সহায়তায় নগদ অর্থ প্রদানের কার্ড হাতে বন্যার্ত নারী

স্পিডবোট, অ্যাম্বুলেন্স নৌকা, জরুরি ওয়্যারহাউজ, স্বেচ্ছাসেবকদল ও একটি তথ্যকেন্দ্র সব সময় প্রস্তুত রয়েছে।

দুর্যোগ মোকাবেলার নেটওয়ার্ক: জিইউকের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক জাতিসংঘভুক্ত সংস্থাগুলোর সাথে নেটওয়ার্ক সংযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে জিইউকে অনেকগুলো বিষয় শেয়ারিং করে থাকে –যার মধ্যে রয়েছে বিকল্প সম্পদ, তথ্য, প্রতিবেদন, সভা, স্থানীয় সরকার ও কমিউটিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান।

স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন: জিইউকে এসওডির অনুসরণে প্রতিটি ইউনিয়নে গঠিত ২০ জন স্বেচ্ছাসেবককে সক্রিয়করণসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করে দল প্রস্তুতে ভূমিকা রাখে। এসব দলকে নিয়মিত উদ্ধার, স্থানান্তর, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণে মহড়া এবং কমিউনিটির সাথে সংযোগ স্থাপন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ: দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির হার কমানোর জন্য দুর্যোগের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দলীয় সদস্য, সিভিল সোসাইটির সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী, সংস্থার কর্মী, বন্যা আশ্রয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা প্রদান করা হয়।

পূর্ব সতর্কবাণী: আসন্ন দুর্যোগের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে দুর্যোগপূর্ব সতর্কবাণী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। জিইউকে বন্যার আগে প্রতি বছর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে জরুরি সভা, মোবাইল বার্তা, স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্ক এবং আইটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্যোগকবলিত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এডিপিসি, বিসিএএস, নিকটবর্তী দেশ ভারত, বিভিন্ন সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পিডিবি এবং নেটওয়ার্কিং সংস্থার মতো বিভিন্ন সংগঠন থেকে সংগ্রহকৃত প্রাথমিক সতর্কতা এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য ছড়িয়ে দিতে এখানে জিইউকের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্যোগে মানুষের ক্ষতির হার কমে যায়। এভাবে বাংলাদেশের উত্তরাংশের জনগণের জন্য জিইউকে একটি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য ও সহায়ক সংস্থা পরিণত হয়েছে।

জরুরি সাড়াদান: সংস্থাটি বিপর্যয়ের সময় কর্মী এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে নৌকা ও স্পিডবোটযোগে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কবলিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে অনুসন্ধান করা হয় এবং তারপর উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃতদের প্রথমে নিরাপদ স্থান এবং আশ্রয়স্থলে স্থানান্তর করা হয়। এরপর তাদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে- প্রাথমিক চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান, জরুরি প্রক্ষালনের ব্যবস্থা (অস্থায়ী ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল সহায়তা), বিশুদ্ধ পানীয়জল বিতরণ, শুষ্ক খাদ্য ও শিশুখাদ্য বিতরণ, কাপড়, পরিচ্ছন্নতা উপকরণ (স্যানিটারি ন্যাপকিন, সাবান), খাবার স্যালাইন মোমবাতি, টর্চলাইট ইত্যাদি। জরুরী সাড়াদানে জিইউকের সংশ্লিষ্ট কর্মী ছাড়াও সকল কর্মীর অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা একযোগে কাজ করে থাকেন।

কেসস্টাডি

'বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওদের'

শিউলীর কোলে ফুটফুটে মেয়ে শিশুটির নাম লাবনী। লাবনীর জন্ম তথাকথিত নিম্নশ্রেণীয় অস্পৃশ্য মুচি (অনিচ্ছাকৃতভাবে শব্দগুলো লিখলাম) পরিবারে, গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলার ফজলুপুর ইউনিয়নের বাজেতেলকুপি গ্রামে। ২০১৬ সালের বন্যায় লাবনী যখন গর্ভে, শিউলী তখন রাতের আঁধারে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছিল। তখন হঠাৎ পানির জোয়ারে তার নৌকাটি ভেসে গিয়েছিল। শিউলীর ঘরবাড়ি, সন্তান সব জলে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর পেটে বেড়ে ওঠা লাবনী কি তখনও জানত ও পৃথিবীর আলো দেখতে পারবে কি-না! শিউলী প্রবল আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে নদীর কিনারা খুঁজে নিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ভেসে উঠল, বেঁচে গেল প্রাণে। ভেসে গেল ওর ঘরবাড়ি, হাঁড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়সহ সবকিছু। কিছুদিন পর শিউলীর কোলজুড়ে এলো ফুটফুটে মেয়ে লাবনী। সেদিন ওর পাশে আশ্রয়ের স্থানটুকু দিতে এসেছিল স্থানীয় উন্নয়ন সংগঠন গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)। গুচ্ছগ্রাম এখন ওদের পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। বন্যার সাথে লড়াই করে এভাবেই সংগ্রাম করে নারীরা। গর্ভাবস্থায় সন্তান নিয়ে শিউলী হয়তো ডুবে যায়নি; তবে আর কেউ যেন ডুবে না যায় সে চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি বলে মনে করে শিউলী। তার মেয়ে লাবনী যে রকম নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তভাবে বাঁচতে পারছে; সে রকম যেন সব দরিদ্র শিশুই পারে- এটা তার কামনা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে জিইউকের অর্জন

জিইউকের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে গৃহীত কর্মসূচি: গত ১০ বছরের উল্লেখযোগ্য

কার্যক্রম	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	মোট
বসতবাড়ি উঁচুকরণ	১৭২০	১৮০০	১২২০	৪২০	৯২০	২০০০	৩৭০০	৪১৩০	৪২৭১	৩০০০	২৩১৮১
বাড়ি নির্মাণ	৪৭০	৪২০			১০০	১০০					১০৯০
বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	১৬	১০	-	৪	-	৪	-	৭	৬	৪	৫১
স্কুল ও সামাজিক স্থান উঁচুকরণ	৫৬	৩০	৬০			৬		৬০	৩০	২৪	২৬৬
গুচ্ছগ্রাম তৈরি	২৫	১৫		২০	২০	১৫	৭	৮	১০	৩০	১৫০
প্রতিবন্ধীদের সহায়ক অবকাঠামো তৈরি	২০	১০	-	২৩০	-	-	২০		১		২৮১
গৃহ নির্মাণসামগ্রী (টিন) প্রদান (পরিবার)	১০০	৪৫০									৫৫০
নগদ অর্থ সহায়তা (সামাজিক কাজের বিনিময়ে, প্রশিক্ষণের বিনিময়ে এবং শর্তহীন)		১০২৭		৯৫০		৫০০০		১০২০০	১০১২৬	১২০০	২৮৫০৩
অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন)	৫০০০	৫০০০			২০০০	১৫০০	১০০০	২৩০০	২৮০০	৪৭০০	২৪৩০০
জরুরি খাদ্য /উচ্চ আমিষ বিস্কুট বিতরণ				৪৭৫						৬২২১	৬৬৯৬
জরুরি সামগ্রী বিতরণ		৪৯০								৬০০০	৬৪৯০
টিউবওয়েল/ল্যাট্রিন বিতরণ				১৬০০			৭২				১৬৭২
জরুরি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান			৫০০০		৫০০০	৮৬০০		৭৪০০	৮৪০০		৩৪৪০০
প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (পশু)			১৫০০০	১২৫০০	১৫০০০	২২৩০০	৬০০০	২১৭০০	২৩৮০০		১১৬৩০০
প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান (পাখি)			৭০০০০	৫০০০০	৭০০০০	১৫০০০০	১০০০০০	৩৪০০০	৪৪০০০		৫১৮০০০
প্রাণী খাদ্য/খড় -বিচালি বিতরণ (পরিবার)			১২০০	১২০০	২০০০	২৪০০	২৪০০	৪০০	৩০০	২১০	১০১১০
কৃষিবীজ বিতরণ		৭২০০				১৫৩০০	১৮০	১৫৫০০	১৮৫০০		৫৬৬৮০
শিক্ষা ও বিনোদন উপকরণ বিতরণ		২৪০০								৬০০০	৮৪০০
বৃক্ষরোপণ ও চারা/কলম বিতরণ (সংখ্যা)		১,১০,০৫০	১,৭০,০০০	৬০,০০০	১,৭০০০০	১৭০০০০	১৩৫০	১০৫০০০	৮৮৫০০		৫৯৪৮৫০
শীতবস্ত্র বিতরণ				৩০০০							৩০০০
গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন			২০	২০		২২	২৪	৪৫	২৫		১৫৬
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় প্রশিক্ষণ/সভা			১০	১০			১৩৭				১৫৭
দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ (দলীয় সদস্য, কর্মী ও অন্যান্য)		৯৪৮	২০১০	১৩৭৫	২০১০	৭৫	১৩০২	৪১০০	৬৫৬০	৩১৩৭	২১৫১৭
জলবায়ু সচেতনতা প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ			২০,০০০	২০০০০	২০০০০	২০০০০		২০০০০	১৮০০০		১১৮০০০
বিলবোর্ড স্থাপন		১৬	৩০								৪৬

** তথ্যসূত্র: জিইউকে বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৭-২০১৬)*

প্রাথমিক পুনর্বাসন: বন্যা/দুর্যোগের পরপরই কবলিত জনগণকে স্বাভাবিক জীবনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়। এর মধ্যে রয়েছে- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফএফডব্লিউ), কাজের বিনিময়ে অর্থ (সিএফডব্লিউ), প্রশিক্ষণের বিনিময়ে অর্থ (সিএফটি), শর্তবিহীন অনুদান, গৃহ মেরামত, সড়ক মেরামত, সামাজিক (স্কুল) ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মেরামত, জরুরি শিক্ষা সহায়তা, কৃষি ইনপুট (দুর্যোগ স্থিতিশীল বীজ, সার), মানবস্বাস্থ্য ও পশুস্বাস্থ্য শিবির আয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন: বন্যা ও দুর্যোগকবলিত জনগণের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন সহায়তার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- ঋণ প্রদান, আবাসন সহায়তা, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও পাত্র) সহায়তা, সড়ক নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, সেতু নির্মাণ, নদীর তীর সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ, কমিউনিটি স্নানাগার নির্মাণ, টিউবওয়েল ও ল্যাট্রিন সংস্থাপন, পুকুর সংস্কার, পাঁচ বছরের নিচের শিশু এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মায়ের জন্য পুষ্টি সহায়তা, সরকারি হাসপাতালের গুরুতর অপুষ্টির শিকার (এসএএম) কেন্দ্রের সহায়তা প্রদান, দীর্ঘমেয়াদি আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম (আইজিএ) দ্বারা জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। জিউকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে সব সময় একই পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। এর মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য: যেখানে রয়েছে- গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ, বসতবাড়ি উঁচুকরণ, বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, স্কুল বা সামাজিক স্থান উঁচুকরণ, র‌্যাম নির্মাণ, রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ইত্যাদি উঁচুকরণ ও সংস্কার ইত্যাদি।

জিইউকের তত্ত্বাবধানে ২০১৭ সালের বন্যার তথ্য সংগ্রহ করছেন একজন স্বেচ্ছাসেবক

২০০৭ সালের বন্যার সর্বোচ্চ স্তর বিবেচনায় এর চেয়ে অন্তত ২ ফুট উঁচু করে একটি গুচ্ছগ্রাম তৈরি করা হয়, যেখানে অন্তত ১০ থেকে ৩০টি পরিবার রয়েছে। এসব গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও পানীয়জলের সুবিধাসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা থাকে। সেখানে প্রতিবন্দীদের জন্য র‌্যামও করা হয় প্রয়োজনমাফিক। বিভিন্ন বনজ ও ফলদ গাছ লাগানো হয়। বন্যায় মাটি ধুয়ে না যাওয়ার জন্য ঘাস লাগানো হয়। জিইউকে সরাসরি ঘরবাড়ি নির্মাণে সহায়তা করে কিংবা তাদের স্থানান্তর করে। এছাড়া সম বন্যাস্তর বিবেচনা করে পৃথকভাবে বসতবাড়ি উঁচুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যাতে বন্যার সময় এ সকল পরিবারের জনগণ তাদের সম্পদ রক্ষার সাথে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। এসব বাড়িতে নিরাপদ পানীয়জল ও পয়োনিষ্কাশন সুবিধার জন্য উঁচু নলকূপ এবং ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। এখন পর্যন্ত ২৩

হাজার ১৮১টি বসতবাড়ি উঁচু করা হয়েছে। এছাড়া জিইওকে অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য ১০৯০টি বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে। বন্যার সর্বোচ্চ স্তর বিবেচনায় রেখে জিইউকে উঁচু করে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়, যেখানে ২৫০-৩০০ বন্যার্ত পরিবার তাদের অস্থাবর সম্পদসহ আশ্রয় নিতে পারে। প্রতিটি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা, নিরাপত্তা ও ডুবে না যওয়ার জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হয়। এই আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আসা-যাওয়ার জন্য সহজগম্য করে তৈরি করা হয়। জিইউকে এখন পর্যন্ত ৫১টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করেছে, যেখানে ১৩০০০-১৫০০০ মানুষ বন্যার সময় আশ্রয় নিতে পারে।

উল্লেখ্য, জিইউকে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০০৮ সালের ব্যাপক বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সিডরকবলিত এলাকা বরিশাল জেলায় নিরাপদ উচ্চতায় ৩০০টি পরিবারের বসতভিটা উঁচু করে দেয়। সামাজিক স্থান বা স্কুলের জমি উঁচু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বন্যার সময় তাদের সম্পদসহ এখানে আশ্রয় নিতে পারে। এই উঁচু জায়গাগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আসা-যাওয়ার জন্য সহজগম্য করে তৈরি করা হয়। এখন পর্যন্ত ২৬৬টি সামাজিক স্থান বা স্কুলের জমি উঁচু করেছে। এর মধ্যে জিউকে ২০০৮ সালে ১৪টি হাট উঁচু করে। নির্মাণ করে ৬টি শিশু বিনোদন কেন্দ্র। দুর্যোগ কমিটিকে দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। যেমন- টর্চলাইট, বড় ছাতা, রেইনকোট, রক্তচাপ মাপার যন্ত্র, রেডিও, মেগাফোন, ব্যাটারি, জরুরি স্বাস্থ্য বক্স, জীবন রক্ষাকারী বয়া, লাইফ জ্যাকেট, দড়ি ইত্যাদি। এছাড়া নৌকা ও স্পিডবোড তৈরি এবং গুদাম মেরামত করা হয়।

এছাড়া স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সহয়তা যেমন- বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, ওষুধ সহায়তা, টিউবওয়েল এবং ল্যাট্রিন বিতরণ দ্বারা সচেতনতা তৈরি, প্রেসক্রিপশন এবং চিকিৎসা দেয়া হয়। এর ফলে গ্রামীণ এলাকায় সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতি দিন দিন উন্নত হয়ে উঠছে। জিইউকের পক্ষ থেকে গুরুতর অসুস্থদের জন্য মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রসব এবং প্রসবপরবর্তী শিশু স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, রেফারেল এবং মোবাইল হেলথ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়।

কর্মএলাকায় প্রতি বছর সচেতনতামূল কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। এতে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, সমাবেশ, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণের মতো আকর্ষণীয় কার্যক্রম থাকে। বিপুলসংখ্যক এলাকাবাসী এখানে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবসসহ বিভিন্ন দিবস পালন করা হয়।

প্রকাশনা : জনগণের কাছে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি অংশ হিসেবে জিইউকে বিভিন্ন রঙিন পোস্টার, ক্যালেন্ডার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল এবং পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এছাড়া আকর্ষণীয় রিকশা পেইন্ট, দেয়ালচিত্র ও বিলবোর্ডও করা হয়ে থাকে

দুর্যোগ প্রশমনের বিভিন্ন অংশীদার :

দুর্যোগ প্রশমনের কাজ করছে এরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে জিইউকের রয়েছে সুসম্পর্ক ও অংশীদারিত্ব। এর মধ্যে সরকারি সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে রয়েছে ভালো সম্পর্ক। এ সকল সংস্থা হলো- অক্সফাম নোভিব, অক্সফাম-জিবি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জিওবি-ইউনিসেফ, কেয়ার বাংলাদেশ, ইউকেএইড-ডিএফআইডি, নেটজড-বাংলাদেশ, সিবিএম-সিডিডি, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, ডব্লিউএফপি, ইউএনএফপিএ, ক্রিশ্চিয়ান এইড, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, প্রাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশ, হাইকমিশন অব কানাডা, রাজকীয় থাই দূতাবাস, হ্যান্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল, টেসকো ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং লি. এবং শাপলা নীড়।

তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণ:

মাহমুদুর রশিদ

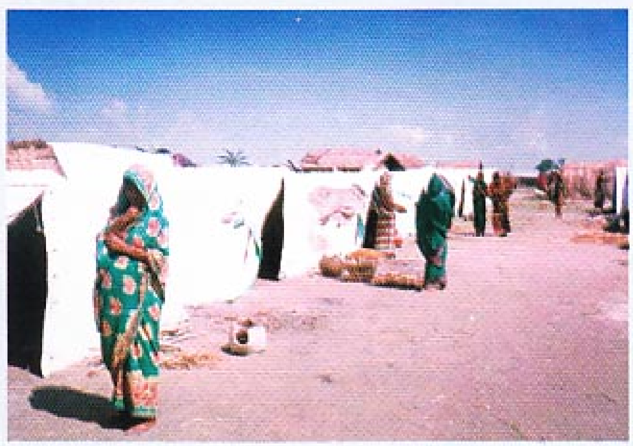

বন্যায় জরুরি আশ্রয়ের একটি চিত্র (ডানে):

জিইউকে বন্যাপ্রবণ গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলায় ৫১টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। যদিও বড় বন্যা বা ভাঙ্গনে এসব আশ্রয়কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত বা বিলীন হয় তারপরও এই ঘোর দুর্যোগে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখার শেষ অবলম্বন হয় এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো।

জলবায়ু-দারিদ্র্য গণশুনানি- একটি প্রতীকী প্রতিবাদ (বামে):

জিইউকে জলবায়ুর প্রভাবজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক গোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করে এই কর্মসূচি। এই ছবিটি ২০০৯ সালে গাইবান্ধা জেলাশহরের ঘাঘট নদীর সেতুর পাশে যেখানে প্রতীকী জলবায়ু আদালত গঠনের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। বিপুল সংখ্যক জনগণ এতে অংশগ্রহণ করে।

নদীবর্তী জনগোষ্ঠীর বিপদের বন্ধু জিইউকে

দুর্যোগে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে থাকে। এই সময়ে প্রাগ্রসরতার চিন্তা কাজ করে না। আসে না ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা। কারণ, জরুরি প্রয়োজন মোকাবেলাতেই তাকে হিমশিম খেতে হয়। আর বছরের পর বছর যদি বিপদ আসতেই থাকে তখন মানুষ হয়ে যায় দিশাহারা। সৃষ্টি হয় এক ধরনের মনোঃবৈকল্য, যার ফলে প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করার মধ্যে সে কোনো আশা দেখতে পায় না। তাই এজন্য পাশে থাকতে হয় কাউকে; যে সাহস জোগাবে, পথ দেখাবে, সহযোগিতা করবে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার, উৎসাহিত করবে উন্নয়নে। গত ৩০ বছর যাবৎ তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, ধরলা ও ঘাঘট নদীর অববাহিকার চরাঞ্চলের অসহায় বন্যা ও নদীভাঙ্গন পীড়িতদের মাঝে এ কাজটিই করে এসেছে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)।

উত্তরাঞ্চলে দুর্যোগ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলো এলাকায় যুক্ত করেছিল 'মঙ্গা' নামক ভয়ার্ত দুর্ভিক্ষের এক মৌসুমী সমস্যা। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ উদ্যোগের সাথে জিইউকের ৩০ বছরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এই শব্দটির বিমোচনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। গত তিরিশ বছরে প্রায় অর্ধলক্ষ পরিবারকে সরাসরি সহযোগিতা দিয়ে নিঃস্বতর ক্রমাবনত অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে উন্নয়নের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার সাফল্য রয়েছে জিইউকে। জিইউকের এই বিরাট উদ্যোগে সহায়ক হিসেবে পাশে থেকেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, দেশীয় উন্নয়ন সংস্থা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ছিল স্থানীয় সরকার, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণ।

উল্লেখ্য, গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) একটি দুর্যোগসংবেদী সংস্থা। সংস্থাটির ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে দুর্যোগকে বিবেচনা করা হয় 'ক্রসকাটিং' ইস্যু হিসেবে। ফলে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডেই দুর্যোগকে বিবেচনায় রাখা হয় সর্বোচ্চ গুরুত্বে। সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি থাকে দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানের। শুধু তাই নয়, দুর্যোগের সময় সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য জরুরি সাড়াদান বাধ্যতামূলক, যার নেতৃত্বে থাকেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী এম আবদুস্ সালাম। সংস্থাটির দুর্যোগের ওপর আছে বিস্তর তথ্য, জরিপকৃত উপাত্ত, প্রকাশনা এবং গবেষণাও। দুর্যোগকবলিতদের সেবাদানে সম্প্রতি সংযুক্ত কার্যকরী 'মনোঃসামাজিক সমস্যা বিবেচনা' প্রত্যয়টি এই সংস্থারই অর্জন।

১৯৮৭ সালের বড় বন্যা, ১৯৮৮ সালের মহাপ্লাবন এমনকি ২০১৭ সালের আকস্মিক বন্যা- সব সময়ই কবলিত জনগণ পাশে পেয়েছে সংস্থাটিকে। এভাবেই জিইউকে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করেছে বানভাসি জনগোষ্ঠীর খুব কাছের বন্ধু হিসেবে। বলা যায়, এই আস্থার ওপরই দাঁড়িয়ে এখন তিন দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে)।

(বামে) ২০১৭, ডব্লিউএফপি'র অর্থায়নে বন্যাকবলিতদের নগদঅর্থ প্রদান করছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া, পাশে ফুলছড়ি উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান; (ডানে) ইউএনডিপির সহায়তায় দুর্যোগ পূর্ব-প্রস্তুতির 'ইনসেপশন মিটিং' পরিচালনায় গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক গৌতম চন্দ্র পাল

প্রকাশনায়: SOHOYOGEE সহযোগী Media

ইমেইল: sohoyogeemedia@gmail.com SohoyogeeMEDIA
www.sohoyogee.com

সম্পাদক : মোহাম্মদ মাহমুদুর রশিদ
প্রকাশনায় : সহযোগীমিডিয়া
যোগাযোগ: বাড়ি: ১০/১/সি, ব্লক: এফ (দ্বিতীয় তলা), মাদ্রাসা রোড বাইলেন, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭